বিশুদ্ধ অনুভব বস্তুই মূর্ত্ত শ্রীভগবান। অতএব, প্রত্যেক অঙ্গই প্রতি বিষয় অনুভবে সমর্থ। কেবল আনন্দবস্তু ও মূর্ত্ত শ্রীভগবানে কোনপ্রকার ভেদ না থাকিলেও আস্বাদনগত যে একটা পার্থক্য উপলব্ধি হয়, সেইটির নাম "বিশেষ"। এইজন্য বিশেষ লক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে—"স্বরূপাভিন্নত্বে সতি স্বরূপগতভেদনির্ব্বাহকো বিশেষঃ" অর্থাৎ স্বরূপ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন না হইয়া স্বরূপগত ভেদনির্ব্বাহকারীর নাম "বিশেষ"। শ্রীকরচরণাদি স্বরূপ হইতে ভিন্ন না হইয়াও যে ভেদের কার্য্য করিয়া দেয়—এইটির নাম "বিশেষ"। নিজ নিজ উপাসনাশাস্ত্র অনুসারে উল্লিখিত ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে অপর কোন বিশেষ আছে, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে জীবস্বরূপ যাহা নিরূপণ করা হইয়াছে, সেটি সম্ভবপর হয় না। যেহেতু যে যে স্থানে জীবের উৎপত্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে বুঝিতে হইবে—উপাধির সহিত জীবের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ উপাধিরই উৎপত্তি ধ্বংস আছে কিন্তু জীব-স্বরূপের উৎপত্তি ও ধ্বংস নাই। নিরূপাধি জীব সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর তিনটি শক্তি, তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তির নাম পরা। জীবশক্তির নাম অপরা, মায়াশক্তির কার্য্য অবিদ্যা এবং কর্ম্ম। শ্রীভগবদগীতায় উল্লেখও আছেন—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন—হে অর্জ্জুন! আমার এই ভোগ্যা মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা জীবস্বরূপা শক্তির কথা শ্রবণ কর, যে জীবশক্তি এই জগৎকে ব্যাপিয়াছে। শ্রীভগবদগীতাতে আরো উল্লেখ আছে—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন"

ইহলোকে জীব আমারই সনাতন অংশ। অর্থা আমি জীবের নিত্য-অংশী, জীব আমার নিত্য অংশ। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও উল্লেখ আছে—

যৎ তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসম্বেদ্যাৎ বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥

জীবকে যে তটস্থাশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জীবস্বরূপে চৈতন্য হইয়াও নিজ উপাস্য শ্রীভগবান্ হইতে বহির্মুখ এবং স্বত্ত্ব, রজঃ, তমগুণে অনুরঞ্জিত। এই সকল প্রমাণে বেশ বুঝা যায়—জীব শ্রীভগবানেরই নিত্য অংশ এবং তটস্থাশক্তি। অতএব, সেই জীবের উৎপত্তি এবং নাশ হইতে পারে না; উপাধিরই উৎপত্তি এবং নাশ হইয়া